গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

এবং

সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ (মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৬ - জুন ৩০, ২০১৭

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র..... ৩

উপক্রমনিকা (preamble) ৬

সেকশন-১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision),অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী..... ৭

সেকশন-২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৮

সেকশন-৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৯

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক অর্জনঃ

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার আলোকে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে কাজ করে পরিকল্পনা কমিশন। পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ। এ বিভাগের আওতায় রয়েছে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ খাত যথাঃ কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান। দেশের খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি এবং আঞ্চলিক সুষম উন্নয়নের জন্য এ বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়ে থাকে।

কৃষি উপ-খাতঃ

বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থার বিকল্প নেই। দেশের সকল জনগণের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন তথা স্বনির্ভরতা অর্জন, অর্থকারী ফসল ও শিল্প সহায়ক কৃষি উৎপাদন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি সেক্টরের ফসল সাব-সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য নিরবিচ্ছিন্ন পুষ্টি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পুষ্টিমান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কার্যকর কৌশল হিসেবে উন্নত জাতের উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন, উৎপাদন ও বিতরণ, পুষ্টিমানসমৃদ্ধ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, সেচ এলাকা সম্প্রাসারণ, শস্য নিবিড়করণ, বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি চালুকরণ, ভোক্তার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থিতিশীল কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং গবেষণা, সম্প্রসারণ, কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি প্রচারণাসহ অন্যান্য সহযোগী কার্যক্রম ইতোমধ্যে চলমান রয়েছে। এছাড়া, কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কৃষকদেরকে কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যথাঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইন্সটিটিউট, গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন করছে এবং বাংলাদেশ কৃষি কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ফসলের জাত মাঠ পর্যায়ে পৌঁছানোর মাধ্যমে সম্প্রসারণের কাজ কাজ অব্যাহত রয়েছে।

খাদ্য উপ-খাতঃ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পানার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা ও খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কৃষক ও ভোক্তা উভয় শ্রেণীর নিরাপদ মজুদ গড়ে তোলাসহ সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুসংহত করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, বন্যা-আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এডিপিতে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মোট ১১টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। খাদ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুসংহত করার লক্ষ্যে বিগত বছর সমূহে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান ক্ষমতার অতিরিক্ত প্রায় ২ লক্ষ মে:টন খাদ্য গুদাম/সাইলো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৭তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় খাদ্য নীতির উদ্দেশ্য অর্জনে এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সারাবছর ব্যাপী মানসম্মত প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্যের মজুদ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সরবরাহসহ মহিলাদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান আছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে সেতু/কালভার্ট, বন্যা-আশ্রয় কেন্দ্র, বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে।